2

আজকের কাগজ

তারিখ ... 02 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সিন্ডিকেটের ১০২তম সভায়ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত হয়নি ॥ ছাত্ররা এক দফার আন্দোলনে যাচ্ছে

শাহ আরিফ নিশির ঃ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা কোর্স ২শ' মার্ক থেকে কমিয়ে ১শ' মার্কে এনেও কর্তৃপক্ষ পাস করাতে পারেনি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ১০২তম সভায় সিন্ডিকেট ভিসি, রেজিস্ট্রার ও প্রক্টরের ওপর দায়িত্ব দিয়েছে। গত ২২ অক্টোবর সিন্ডিকেট এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় ছাত্ররা এক দফার আন্দোলনে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এক দফার স্লোগান হলো "ভিসি হামিদ রাজাকার এই মুহূর্তে গদি ছাড়"। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স নামের সংশোধিত সিলেবাস ২০০ মার্ক থেকে কমিয়ে ১০০ মার্কে এনেও কর্তৃপক্ষ পাস করাতে পারেনি। এ কাউন্সিলে উপস্থিত ১২ জন ভোটারের ভোটে ১শ' মার্কের ইসলামী শিক্ষা কোর্স পাস করতে যেয়ে সিলেবাসে'র পক্ষে ৬ এবং বিপক্ষে ৬ ভোট পড়েছে। এ সিদ্ধান্ত গত ১৯ অক্টোবর গৃহীত হলেও ভিসি আব্দুল হামিদ সিদ্ধান্তটি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ১০২তম সভায় উপস্থাপন করতে দেননি। এদিকে চ্যান্সেলরের সচিবালয় থেকে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের পক্ষে কৌশলে চিঠি ইস্যু করিয়ে ভিসি হামিদ ১০০ মার্কের বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসে সংযোজন করার চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করলে, সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটি ও অভিভাবকরা এ আন্দোলনের সমর্থন দেয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে কেন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে না এই মর্মে উকিল নোটিস ভিসিকে দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলো বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত তো ভিসি নেয়নি, উপরন্তু শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ও প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সুবাদে ইসলামী শিক্ষা কোর্সের পক্ষে ইস্যু করা চিঠির কপিসহ মিথ্যে প্রচারণাসর্বস্ব একটি জবাব তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণ পরিষদকে দিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা জানিয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে স্থানীয় পত্রপত্রিকা বিষদ রিপোর্ট করেছে। ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ চ্যান্সেলরের ১০০ মার্কের বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা কোর্সের পক্ষে যে চিঠি ভিসি'র কাছে এসেছে। সে সরকারি চিঠির কপি সিলেবাস বিরোধী আন্দোলনকারী সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটিকে না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে উকিল নোটিস দেয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে হায়ার মাদ্রাসা বানানোর চক্রান্ত লুকিয়ে আছে। উকিল নোটিস করেছেন এডভোকেট সাদ আহমদ। সাদ আহমদ একাত্তুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাজাকারদের পক্ষে ছিলেন। সে কারণে ভিসি হামিদ এ চিঠির কপি অবধতাবে উক্ত এডভোকেটকে দিয়ে স্বগোত্রীয় জনের মন জোগাতে চেয়েছেন। এতে করে চ্যান্সেলরের সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। কেননা চ্যান্সেলর কোনো বেসরকারি লোককে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে সচিবালয়ের মাধ্যমে চিঠি দিতে পারেন না। অপরদিকে বিশ্ববিদালয় খোলার সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট তো গ্রহণ করেইনি, উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্যে যাদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারাও নীরব থাকায় ছাত্ররা ষড়যন্ত্রকারী ভিসি হামিদের পদত্যাগ দাবিতে এক দফা'র আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে নেতারা আভাস দিয়েছেন। এদিকে ছাত্রদলের চাঁদাবাজ নেতাদের হাতে ঠিকাদার আহত হবার ঘটনা এবং ছাত্রদল নেতাদের হাতে ছাত্রলীগ নেতা আফছার আহত হবার ঘটনা ভিসি বেমালুম চেপে যেয়েও ছাত্রদলকে এ সিলেবাসের পক্ষে রাখতে পারেননি। ফলে একমাত্র জামাত-শিবির ছাড়া সকল ছাত্র সংগঠনই সিলেবাস বিরোধী আন্দোলনে শরীক হচ্ছে।